Workshop on ‘‘Environmental Impact Assessment & Environmental Management Plan’’

গভর্নর, বাংলাদেশ ব্যাংক এর বক্তব্য

তারিখ ঃ ১৫/৬/২০১০
সময় ঃ সকাল ১০ঃ২০
স্থান ঃ আইপিএফএফ কনফারেন্স রুম
বাংলাদেশ ব্যাংক ।

ইনভেষ্টমেন্ট প্রমোশন এন্ড ফিন্যান্সিং ফ্যাসিলিটি (আইপিএফএফ) প্রজেক্ট সেল, বাংলাদেশ ব্যাংক এর উদ্যোগে আয়োজিত ‘‘Environmental Impact Assessment & Environmental Management Plan’’ শীর্ষক এই কর্মশালায় আপনাদেরকে স্বাগত জানাচ্ছি । এই সুন্দর সকাল বেলায় আমি এই ক্ষুদ্র আয়োজনকে বাংলাদেশের অবকাঠামো ও পরিবেশ উন্নয়নে একটি মাইলফলক হিসেবে চিহ্নিত করতে চাই । সরকারি এবং বেসরকারি উদ্যোগের সমন্বয়ে দেশের অবকাঠামো উন্নয়নে আইনগত ও প্রবিধানিক কাঠামো তৈরির যে প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে তাকে কিভাবে বেগবান এবং আরো উন্নয়ন করা যায় তার প্রায়োগিক ও নীতি সংক্রান্ত আলোচনা এই কর্মশালার মূল লক্ষ্য । আমাদের মাঝে পরিবেশ উন্নয়ন বিষয়ে অভিজ্ঞ যে সকল ব্যক্তিত্ব রয়েছেন তাদের দূরদর্শিতা ও জ্ঞানগর্ভ আলোচনা আমাদের ভবিষ্যত কর্মপন্থা নির্ধারণে সহায়ক হবে । বুয়েট, বিশ্ব ব্যাংক, ডিওইসহ এই কর্মশালায় আমন্ত্রিত রিসোর্স পারসনদেরকে আমি আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি ।

০২। সাম্প্রতিক সময়ে বিশ্বব্যাপী জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রতিক্রিয়া হ্রাসে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের বিষয়টি পুনঃ পুনঃ আলোচিত হচ্ছে । বস্তুতঃপক্ষে আমাদের বিরাট জনগোষ্ঠীর অস্তিত্বের জন্যে এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু। জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে খাপ খাওয়াতে হলে প্রয়োজন সমাজের vulnerable জনসাধারণের capacity build up বা সক্ষমতা বৃদ্ধি করা যাতে তারা জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাবের সাথে আরো ভালোভাবে খাপ খাওয়াতে পারে । জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে adaptation বা অভিযোজনকে বর্তমান জাতীয় নীতিমালা ও কৌশল এবং আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন প্রক্রিয়া, প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা এবং জীবন যাত্রার মানোন্নয়নের প্রচেষ্টার সাথে একাত্ম করতে হবে ।

যেহেতু বাংলাদেশ তীব্র জ্বালানী সংকটে ভুগছে সেহেতু বাংলাদেশের বেসরকারি খাত ইতোমধ্যে cleaner প্রযুক্তি ব্যবহার করে ব্যবসা পরিচালনা করার চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করেছে । নদী ও সাগর উপকূলে বাঁধ নির্মাণ এবং সেচ প্রকল্পে বিনিয়োগের সকল নতুন সম্ভাবনা পিপিপির (public private partnership) মাধ্যমে খুঁজে বের করার প্রচেষ্টা নেয়া হচ্ছে । প্রযুক্তি উন্নয়ন প্রকল্প, সুপেয় পানির ব্যবস্থা, উপকূলীয় সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাস ও সাইক্লোন সংকটাপন্ন অঞ্চল বা বন্যা প্লাবিত এলাকা থেকে দূরে বাড়ি-ঘর নির্মাণ এবং খরা উপদ্রুত কৃষি জমিতে সেচের ব্যবস্থা প্রভৃতি নিয়ে বেসরকারি খাতের উদ্যোক্তারাও গবেষণা করতে পারেন ।

ব্যাংকিং সেবা সাধারণ মানুষের দোরগোড়ায় পৌছানোর লক্ষ্যে সাম্প্রতিক সময়ে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক যেমন, ই-ব্যাংকিং, অটোমেটেড ক্লিয়ারিং হাউজ, ই-কমার্স, অনলাইন সিআইবি, ই-টেন্ডারিং প্রবর্তনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে ঠিক তেমনিভাবে নতুন প্রবর্তিত **‘গ্রীণ ব্যাংকিং’** কার্যক্রমের আওতায় বিদ্যুৎ ও গ্যাস ঘাটতি মোকাবেলায় সৌর শক্তি ও বিকল্প জ্বালানী ব্যবহার উৎসাহিত করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক নিজস্ব উৎস থেকে সোলার প্যানেল, বায়ো গ্যাস ও বর্জ্য পরিশোধন প্ল্যান্ট স্থাপনে প্রাথমিকভাবে ২০০ কোটি টাকার পুনঃঅর্থায়ন স্কীম চালু করেছে । আবহাওয়ার বিরূপ পরিস্থিতি মোকাবেলায় আরো বহুমুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করার বিষয়টি বাংলাদেশ ব্যাংকের পর্যালোচনাধীন রয়েছে ।

পাতা/২

০৩। দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও কর্মসংস্থান সৃষ্টির জন্য উৎপাদনমুখী বিনিয়োগ এবং এ বিনিয়োগে ব্যাংক ঋণ/ইক্যুইটি শেয়ার অপরিহার্য । আর বিনিয়োগের পূর্ব শর্ত হচ্ছে অনুকুল ও পরিবেশ বান্ধব অবকাঠামো। বাংলাদেশে অবকাঠামো উন্নয়ন তথা দীর্ঘমেয়াদি বিনিয়োগের জন্য আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর ঋণের পরিমাণ খুবই সামান্য । আইপিএফএফ প্রকল্পের ক্ষুদ্র প্রয়াস ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে দীর্ঘমেয়াদি ঋণ প্রদান তথা দেশের অবকাঠামো উন্নয়নে অংশগ্রহণের একটি সুযোগ সৃষ্টি করেছে । দীর্ঘমেয়াদি ঋণ বিশেষ করে প্রকল্প অর্থায়নে ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোতে যোগ্য ও অভিজ্ঞ লোকবলের যথেষ্ট ঘাটতি রয়েছে । এ ধরনের কর্মশালা প্রকল্প অর্থায়নে ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে অভিজ্ঞ লোকবল তৈরিতে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে বলে আমার বিশ্বাস ।

০৪। সরকার অনুমোদিত বেসরকারি অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পে ঋণ সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে ২০০৬-০৭ অর্থ বছরে সরকার ৫ বছর মেয়াদী ইনভেষ্টমেন্ট ‘প্রমোশন এন্ড ফিন্যান্সিং ফ্যাসিলিটি (আইপিএফএফ) প্রজেক্ট‘ শীর্ষক প্রকল্পটি হাতে নেয় যা বাংলাদেশ ব্যাংক বাস্তবায়ন করছে । প্রকল্পটিতে বেসরকারি অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পে ৫৭.৫ মিলিয়ন (আইডিএ ৪৭.৫ মিলিয়ন + সরকারের ১০ মিলিয়ন) মার্কিন ডলার (৪০০.৭২ কোটি টাকা) ঋণ ৫ বছরে (জানুয়ারী ২০০৭ হতে ডিসেম্বর ২০১১ পর্যন্ত) বিতরণের পরিকল্পনা থাকলেও ইতোমধ্যেই ৪টি ব্যাংক ও ৩টি আর্থিক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে ৭টি বেসরকারি পাওয়ার প্ল্যান্ট স্থাপনে প্রায় ৯৮% ঋণ বিতরণ করেছে এবং এ পাওয়ার প্ল্যান্টগুলো ১৭৮ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ জাতীয় গ্রীডে সরবরাহ করছে যা সত্যিই প্রশংসার দাবিদার । আইপিএফএফ এর এই সাফল্যে অনুপ্রাণিত হয়ে এবং বেসরকারি উদ্যোগের মাধ্যমে দেশের অবকাঠামো উন্নয়নের যথেষ্ট চাহিদা ও সুযোগ থাকায় বিশ্ব ব্যাংক আরও ২৫৭ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের বর্ধিত ঋণ সহায়তা প্রদান করছে । পাশাপাশি, ব্যক্তিখাতের বিদ্যুৎ উৎপাদনকারী উদ্যোক্তারা ব্যাংক ঋণ নেয়ার সময় প্রচলিত single borrower exposure limit থেকে অব্যাহতি পাবেন ।

দীর্ঘমেয়াদি ঋণের পাশাপাশি বর্ধিত এই ঋণ সহায়তার অংশ বিশেষ সরকারি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের সামর্থ্য বৃদ্ধির কাজে লাগানো হবে । ইতোপূর্বে প্রকল্পের বাস্তবায়ন কমিটির সভায় প্রকল্পে অংশগ্রহণকারী ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য দেশি-বিদেশি রিসোর্স পারসন নির্বাচন করে পিএফআইগুলোর প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করার সিদ্ধান্ত হয়েছিল । তারই ধারাবাহিকতাই আজকের এই কর্মশালার আয়োজন ।

০৫। ২০২১ সালের মধ্যে সরকার দিন বদলের যে ডাক দিয়েছে তার অংশ হিসেবে সরকার পিপিপি-কে অগ্রাধিকার সেক্টর হিসেবে ঘোষণা করেছে । আইপিএফএফ বাস্তবায়নের মাধ্যমে বাংলাদেশ ব্যাংক একদিকে সরকারের প্রতিনিধি হিসেবে যেমন নবঘোষিত পিপিপি সেলের সামর্থ্য বৃদ্ধিতে সাহায্য করছে তেমনি অন্যদিকে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের অভিভাবক হিসেবে দেশের অবকাঠামো উন্নয়নে তাদের ভূমিকা সম্প্রসারণেও সহায়তা করছে । আইপিএফএফ এর কর্মকান্ড সরকারের দিন বদলের ডাককে বেগবান করবে বলে আমার বিশ্বাস। দু'দিনের এই কর্মশালায় যেসব বিষয় নিয়ে আলোচনা হবে তা কর্মশালায় অংশগ্রহণকারী ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাগণ স্ব-স্ব কর্মক্ষেত্রে বিশেষ করে দীর্ঘমেয়াদি প্রকল্প অর্থায়নে কাজে লাগাতে পারবেন বলে আমি মনে করি।

পরিশেষে এই কর্মশালা আয়োজনের জন্যে আইপিএফএফ এর প্রকল্প পরিচালকসহ প্রজেক্ট ইউনিটকে ধন্যবাদ জানিয়ে এবং কর্মশালার সাফল্য কামনা করে এর শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করছি ।

***